রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জানুয়ারি ২৮, ২০১৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৫ মাঘ, ১৪২৪/২৮ জানুয়ারি, ২০১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৫ মাঘ, ১৪২৪ মোতাবেক ২৮ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৮ সনের ০৫ নং আইন

The Ground Water Management Ordinance, 1985 রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয় এবং সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৭নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

মূল্য : টাকা ৮.০০

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে The Ground Water Management Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXVII of 1985) রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন কৃষি কাজে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন কৃষি কাজে ব্যবহৃত নলকূপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"অগভীর নলকূপ (shallow tube well)"** অর্থ এমন নলকূপ যাহা প্রধান প্রবর্তকসহ (prime mover) সেনট্রিফিউগাল পাম্প দ্বারা চালিত হয় এবং যাহা সেনট্রিফিউগাল পাম্প ও উত্তোলিত পানির স্তরের মধ্যে উলম্ব দূরত্বে পানির স্তর ৭ (সাত) মিটারের মধ্যে থাকিলে পানি উত্তোলন করিতে সক্ষম;

(২) **"উপজেলা পরিষদ"** অর্থ উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এর অধীন স্থাপিত উপজেলা পরিষদ;

(৩) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ;

(৪) **"গভীর নলকূপ (deep tube well)"** অর্থ উত্তোলনযোগ্য পানির স্তর ৭ (সাত) মিটারের অধিক গভীরে থাকিলে উহা হইতে পানি উত্তোলনে সক্ষম প্রধান প্রবর্তকের (prime mover) সহিত নিমজ্জনযোগ্য (submersible) পাম্প সেট বা টারবাইন পাম্প দ্বারা পরিচালিত এমন নলকূপ;

(৫) **"নলকূপ"** অর্থ পানি উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত যে কোন গভীর ও অগভীর নলকূপ;

(৬) **"নির্ধারিত"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৭) **"পানিধারক স্তর (aquifer)"** অর্থ ভূগর্ভস্থ শিলা বা মাটির এমন কোন স্তর যাহা পর্যাপ্ত পানি ধারণ ও পরিবহন করে এবং যাহা হইতে পানি উত্তোলন করা যায়;

(৮) **"লাইসেন্স"** অর্থ ধারা ৫ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।—আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

৪। **উপজেলা সেচ কমিটি**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যেক উপজেলায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপজেলা সেচ কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।

(২) উপজেলা সেচ কমিটির গঠন, সদস্য সংখ্যা ও কার্যাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫। **নলকূপ স্থাপনের জন্য লাইসেন্স**।—(১) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত কৃষি কাজের জন্য কোন স্থানে কোন নলকূপ স্থাপন করা যাইবে না।

(২) নলকূপ স্থাপনের লাইসেন্সের জন্য উপজেলা পরিষদের নিকট, নির্ধারিত ফিসহ ফরমে, আবেদন করিতে হইবে।

(৩) নির্ধারিত ফিসহ আবেদন করা না হইলে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক কোন আবেদন গ্রহণ করা হইবে না।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন করা হইলে উপজেলা পরিষদ আবেদনে উল্লিখিত স্থান ও তথ্যাবলির সত্যতা যাচাইপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য উপজেলা সেচ কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন নির্দেশনা প্রাপ্তির পর উপজেলা সেচ কমিটি আবেদনে উল্লিখিত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করিবে এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রতিবেদন উপজেলা পরিষদের নিকট দাখিল করিবে, যথা :—

(ক) যে স্থানে নলকূপ স্থাপন করা হইবে সেই স্থানের পানিধারক স্তরের অবস্থা;

(খ) নিকটবর্তী বিদ্যমান নলকূপের দূরত্ব;

(গ) নলকূপ দ্বারা উপকৃত হইবে এইরূপ সম্ভাব্য এলাকা;

(ঘ) গৃহস্থালীর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নলকূপসহ বিদ্যমান নলকূপের উপর সম্ভাব্য প্রভাব;

(ঙ) নলকূপ স্থাপনের জন্য স্থানের উপযুক্ততা।

(৬) উপজেলা পরিষদ, উপজেলা সেচ কমিটির প্রতিবেদন বিবেচনাক্রমে, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকৃত নলকূপ স্থাপন দ্বারা—

(ক) যে এলাকায় নলকূপ স্থাপন করা হইবে সেই এলাকার কৃষি কাজ উপকৃত হইবে;

(খ) পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়িবে না; অথবা

(গ) অন্য কোনভাবে বাস্তবায়নযোগ্য;

তাহা হইলে উপজেলা পরিষদ নির্ধারিত সময়, ফরম, মেয়াদ ও শর্তে আবেদনকারী বরাবর লাইসেন্স প্রদান করিবে।

(৭) উপজেলা পরিষদ উপজেলা সেচ কমিটির প্রতিবেদনে সন্তুষ্ট না হইলে লাইসেন্সের আবেদন নামঞ্জুর করিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

(৮) উপ-ধারা ৭ এর অধীন উপজেলা পরিষদ কোন লাইসেন্সের আবেদন নামঞ্জুর করিলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহা পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং উক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। **বিদ্যমান নলকূপের লাইসেন্স**।—এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে যে সকল নলকূপের লাইসেন্স গ্রহণ করা হয় নাই সেই সকল নলকূপের লাইসেন্সের জন্য, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, আবেদন করিতে হইবে।

৭। **লাইসেন্স স্থগিতকরণ**।—(১) যদি কোন ব্যক্তি লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে উপজেলা সেচ কমিটি, লিখিত আদেশ দ্বারা, কারণ উল্লেখপূর্বক, নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে, উক্ত ব্যক্তির লাইসেন্স সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবে এবং উহা অনুমোদনের জন্য অবিলম্বে উপজেলা পরিষদের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) উপজেলা পরিষদ লাইসেন্স স্থগিতকরণের যৌক্তিক ও যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে মর্মে সন্তুষ্ট হইলে উক্ত স্থগিতকরণের আদেশ অনুমোদন করিবে অথবা উক্ত লাইসেন্স স্থগিতকরণের যৌক্তিক ও যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান না থাকিলে উহা বাতিল করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপজেলা পরিষদ লাইসেন্স গ্রহীতাকে শুনানির জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান ব্যতীত কোন লাইসেন্স স্থগিতকরণের আদেশ অনুমোদন করিবে না।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন লাইসেন্স স্থগিতকরণের কার্যকারিতা ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন উপজেলা পরিষদ কর্তৃক কোন লাইসেন্স স্থগিতকরণের আদেশ অনুমোদন করা হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহা পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং উক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। **লাইসেন্স বাতিলকরণ**।—কোন লাইসেন্স পূর্ববর্তী ১(এক) বৎসরের মধ্যে ৩(তিন) বার স্থগিত করা হইলে উপজেলা পরিষদ, লাইসেন্স গ্রহীতাকে শুনানির জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া, উপজেলা সেচ কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, উক্ত লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে।

৯। **কর্পোরেশন, ইত্যাদি কর্তৃক নলকূপ সরবরাহ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ**।—আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, Agricultural Development Corporation Ordinance, 1961 (East Pakistan Ordinance No. XXXVII of 1961) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা নলকূপ ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তি এই আইনের অধীন নলকূপ স্থাপনের জন্য লাইসেন্সধারী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে নলকূপ সরবরাহ করিতে পারিবে না।

১০। **অপরাধ ও দণ্ড**।—কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৩০(ত্রিশ) দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার**।—(১) কর্তৃপক্ষের লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন মামলা বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

(২) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার এবং কার্যধারা গ্রহণের ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

১২। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৩। **অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা**।—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কোন প্রকল্প বা এলাকাকে এই আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

১৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) The Ground Water Management Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXVII of 1985), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত Ordinance এর অধীন—

(ক) কৃত কোন কাজ বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা প্রদত্ত লাইসেন্স বা চলমান কোন কার্য এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত, প্রদত্ত বা চলমান বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) প্রণীত কোন বিধি এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে এই আইনের অধীন প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(গ) দায়েরকৃত কোন মামলা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত Ordinance রহিত হয় নাই।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd